মুজফ্‌ফরনগরে ফের দলিত কিশোরীকে অপহরণ করে গণধর্ষণ

মুজফ্‌ফরনগর, ৫ জুলাই : দলিতদের বিরুদ্ধে যে কোনওরকম অপরাধের জন্য বিভিন্ন মহল থেকে কড়া সাজার দাবি জানানো হয়েছে। কারণ ইদানিং বিভিন্ন ঘটনাতে তাঁদের দায়ী করা হচ্ছে। আবার দলিত কিশোরী ও তরুণীরাই গণধর্ষণের শিকার হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উত্তর প্রদেশের কোতয়ালি থানা থেকে গতমাসে ১২ বছরের একটি দলিত কিশোরীকে অপহরণ করা হয়। তারপর তিনদিন ধরে তাকে গণধর্ষণ করা হয়। এই গণধর্ষণের সঙ্গে জড়িয়েছিল যারা, তাদের পাঁচজনই নাবালক। বয়স ১৪-১৬'র মধ্যে বলে জানিয়েছেন এসএইচও অনিল কাপারভ্যান। ষষ্ঠ অপরাধীকে এখনও চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। কিশোরীটিকে মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। সব অভিযুক্তরাই পলাতক। গতকাল ওই কিশোরী তার মাতামহীর সঙ্গে জেলাশাসকের অফিসে যান। সেখানে জেলাশাসকের অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে চান। কিন্তু পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করতে অস্বীকার করেছে বলে তাঁরা জানিয়েছেন। কিশোরীটির মা আগেই মারা গিয়েছেন। সে তার মাতামহীর সঙ্গেই থাকত। গত ২৬ জুন মাতামহীর অনুপস্থিতিতে তাকে অপহরণ করা হয়।

থারুরের বিদেশ সফর নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু অন্তর্বর্তী জামিনের পরই স্বামীর রোষের মুখে শশী

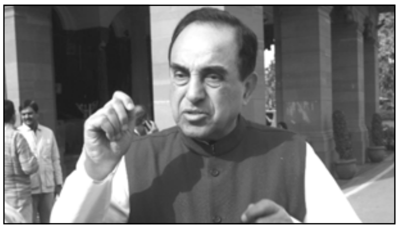

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই : আদালতের নির্দেশ ছাড়া শশী থারুর বিদেশ সফরে যেতে পারবেন না। যদিও আদালত এদিন তাঁকে অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছে। তিরুবনন্তপুরমের সাংসদকে ১ লক্ষ টাকার অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়া হয়েছে। এর ফলে কংগ্রেসের তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ ও ইউ পিএ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী শশী থারুর কিছুটা স্বস্তি পেলেও বিজেপির নেতা সুব্রহ্মণ্যম স্বামী এই জামিনের পরই তাঁকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছেন।

দিল্লির পাতিয়ালা হাউস কোর্টে সুনন্দা পুষ্কর মৃত্যু মামলায় শশী থারুর জামিন পাবেন কি না, তা নিয়ে একটি মহলের যেমন উদ্বেগ ছিল, অন্য একটি মহলে তেমনই আগ বাড়িয়ে এ নিয়ে সমালোচনা শুরু করেছিল। শেষ পর্যন্ত প্রথম দলটিকে স্বস্তি দিয়ে থারুরকে জামিন দেওয়া হয়। যদিও তিনি কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ বিলোপ করতে পারবেন না এবং কোনও সাক্ষীকে প্রভাবিত করতে পারবেন না বলেও জানিয়ে দেয় আদালত। সেইসঙ্গে আদালতের আগাম অনুমতি ছাড়া থারুর বিদেশ সফরে যেতে পারবেন না বলেও জানানো হয়। দিল্লির আদালত বুধবার তাঁর জামিন দেওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধ রাখে। কিন্তু বৃহস্পতিবার থারুরকে অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করতেই একের পর এক ঘটনা ঘটতে থাকে।

প্রসঙ্গত, তিরুবনন্তপুরমের সাংসদকে সুনন্দা পুষ্কর মৃত্যু মামলার এক অভিযুক্ত হিসেবে আদালতে ইতিমধ্যেই তলব করা হয়েছে। যদিও তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনা যাবতীয় অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে বর্ণনা করেছেন।

কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা থারুর আদালতকে জানান, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, তিনি তার কিছুই জানেন না। এইসব অভিযোগ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। কিন্তু দিল্লির আদালত মনে করে, তাঁর বিরুদ্ধে আইনের পথে এগোনর মধ্যে যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ১৪ মে দিল্লির অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সমর বিশালের আদালতে থারুরের বিরুদ্ধে চার্জ আনা হয়। এই অভিযোগে বলা হয়, সুনন্দা পুষ্করের প্রতি থারুরের নিষ্ঠুর আচরণের কারণেই তিনি আত্মঘাতী হতে বাধ্য হন। পুলিশ এই সময় দিল্লির মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ধর্মেন্দ্র সিংয়ের কাছে ৩০০০ পাতার একটি চার্জশিট জমা দেন। ৪৯৮ এ এবং ৩০৬ ধারায় এই অভিযোগ আনা হয় তাঁর বিরুদ্ধে। এই চার্জশিটে পুলিশ একমাত্র থারুরকে অভিযুক্ত হিসেবে ঘোষণা করে। সুনন্দার মৃত্যুর অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে থারুর-সুনন্দার ডোমেস্টিক হেল্পার নারায়ণ সিংয়ের নাম উল্লেখ করা হয়। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালের ১৭ জানুয়ারি রাজধানীর একটি বিলাসবহুল হোটেলের ঘরে সুনন্দা পুষ্করের মৃতদেহ পাওয়া যায়।

বিজেপি সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী প্রথম থেকেই থারুরের দিকে আঙুল তুলেছেন। আদালতে মামলা চলার সময় তিনি থারুরের বিদেশ সফরের উপর নিয়ন্ত্রণ জারির আবেদন করে বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থারুরের বান্ধবীরা ছড়িয়ে আছেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা করার জন্যই তিনি দেশ ছাড়তে পারেন। থারুরকে আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে সুব্রহ্মণ্যম স্বামী ও কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধিকেও তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। গান্ধি পরিবারের তরফে প্রকাশিত ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সোনিয়া এবং রাহুলের জামিন পাওয়া নিয়ে তির্যক মন্তব্য করেন। শশী থারুরের জামিনের বিরোধিতা করে স্বামী বলেন, থারুরকে যদি তিহারের জেলে ভরা না হয়, তবে তিনি গান্ধিদের সঙ্গে একাসনে বসে পড়বেন, কারণ তাঁরাও বেল ওয়ালা (ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকা মামলায় সোনিয়া ও রাহুল জামিন পেয়েছেন)।

কিন্তু বিজেপি সাংসদ বিরোধিতা করলেও দিল্লির পাতিয়ালা হাউস কোর্ট শশী থারুরকে জামিন দেয়। এতে আরও ক্ষুব্ধ হয়ে স্বামী বলেন, শশী থারুরের সেলিব্রেট করার মতো আর কিছু নেই। কারণ তিনি জামিন পেলেও তাঁকে জামিন পাওয়া নেতাদের সঙ্গেই সংসদে বসতে হবে। প্রসঙ্গত, কেরলের সাংসদকে এই মামলায় তলব করা হয় অন্যতম অভিযুক্ত হিসেবে। থারুর নিজে অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে আনা যাবতীয় অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন।

প্রসঙ্গত, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ এ এবং ৩০০ ধারায় থারুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে অন্তর্বর্তী জামিন পেলেও সুব্রহ্মণ্যম স্বামী এই মামলায় গোড়া থেকেই যেভাবে তাঁর বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করছেন, তাতে থারুর আর কতদিন স্বস্তি পাবেন বলা মুসকিল।

জমি অধিগ্রহণ বিলের বিরুদ্ধে ঝাড়খণ্ডে বিরোধীদের বন্‌ধ

রাঁচি, ৫ জুলাই : ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাসের সময় বোধহয় ভাল যাচ্ছে না। এতদিন রাজ্যে রঘুবরের নেতৃত্বে বিজেপি সরকার প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য চালালেও এবার তাতে থাবা বসাল বিরোধীরা। জমি অধিগ্রহণ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে তাঁরা বৃহস্পতিবার রাজ্যজুড়ে ২৪ ঘণ্টার বন্‌ধ ডাকেন। বন্‌ধের ফলে পরিস্থিতির যথেষ্ট অবনতি হয়। এমনকি স্কুল-কলেজও বন্ধ রাখা হয়। প্রসঙ্গত, রাজ্যজুড়ে এই বন্‌ধ সমর্থন করেছে কংগ্রেস, আরজেডি এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাবুলাল মারান্ডির দল জেভিএম (প্রজাতান্ত্রিক)। বিরোধী দলগুলির এই বন্‌ধকে কেন্দ্র করে রাজ্যে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা দেখা দেয়। বিজেপি বিরোধী দলগুলির মধ্যে ঐক্যও ছিল চোখে পড়ার মতো।

ঝাড়খণ্ডে জমি অধিগ্রহণ সংশোধনী বিল নিয়ে ব্যাপক হইচই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে। আগামী বছর রাজ্যে সাধারণ নির্বাচন। স্বভাবতই বিজেপি বিরোধী দলগুলি এই সুযোগকে কাজে লাগাতে চাইছে। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় একটি বিল পাস হয়। এই বিলে সরকারি মদতপুষ্ট উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির জন্য জমি অধিগ্রহণের কথা বলা হয়। বিলটি বিধানসভায় বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে পাস হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির অনুমতির জন্য সেটি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বিরোধীরা এই বিলের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানাতে শুরু করে। বৃহস্পতিবার সংশোধিত জমি অধিগ্রহণ বিলের বিরুদ্ধেই বন্‌ধ ডাকে বিরোধীরা।

রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব এস কে জি রাহাতে দাবি করেছেন, প্রায় ৫০০০ পুলিশ কর্মী এবং একাধিক ম্যাজিস্ট্রেটকে বন্‌ধের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যজুড়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এছাড়া ৩০০০ হোমগার্ড, টিয়ার গ্যাস ইউনিট, রায়ট কন্ট্রোল ইউনিট ও ৩০০ হাইওয়ে পেট্রোলিং ভ্যানও প্রস্তুত রাখা হয়। অবাঞ্ছিত ঘটনা এড়াতে বিভিন্ন জায়গায় সিসিটিভিও লাগানো হয়। প্রসঙ্গত, ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট আগেই নির্দেশ দেয়, জোর করে বন্‌ধ সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক। কাজেই সরকারি বা বেসরকারি সম্পত্তি ক্ষতি করা হলে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে বলে জানান রাজ্যের মুখ্যসচিব।

দুরন্ত গতির গাড়ি চাপা দিল কিশোরীকে

মুজফ্‌ফরপুর, ৫ জুলাই : রাস্তা পার হওয়ার সময় দুরন্ত গতির গাড়ি চাপা দিল এক কিশোরীকে। তাকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ওই কিশোরী চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছে। তার অবস্থা এখন স্থিতিশীল। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, কিশোরীটি রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি দুরন্ত গতির গাড়ি তাকে এমন জোরে ধাক্কা মারে যে, সে বেশ কিছুটা উপরে উঠে মাটিতে আছাড় খায়। সে সময় পথচলতি মানুষই তাকে সাহায্য করে। পুলিশ জানিয়েছে, যে গাড়িটি ধাক্কা মারে ওই কিশোরীকে তাকে চিহ্নিত করা গেছে। চালকের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।

আমেথিতে রাহুলের জনতা দরবার

আমেথি, ৫ জুলাই : কংগ্রেস সভাপতি ও আমেথির সাংসদ রাহুল গান্ধি বুধবার ২ দিনের সফরে নিজের কেন্দ্রে আসেন। সফরের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার জেলা সদর গৌরীগঞ্জে কংগ্রেস অফিস প্রাঙ্গণে বসে রাহুলের জনতা দরবার। সেখানে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের কাছ থেকে তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন রাহুল। আমেথিতে এসেই এদিন দেখা করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও উত্তর প্রদেশের অন্যতম কংগ্রেস সাংসদ সঞ্জয় সিং এবং তাঁর স্ত্রী এককালের বিশিষ্ট ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় অমৃতা সিং। তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে আলোচনা করেন। সঞ্জয় পরে সাংবাদিকদের জানান, উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসকে কীভাবে শক্তিশালী করে তোলা যায়, তা নিয়েই আলোচনা হয় রাহুলজির সঙ্গে।

তবে রাহুলের জনতা দরবারে এদিন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষজন হাজির ছিলেন। এসেছিলেন আমেথির বিভিন্ন জেলার বহু ছাত্র, দলীয় কর্মী, ব্যবসায়ী, কৃষক ও সাধারণ মানুষ। তবে এদিনের জনতা দরবারের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, প্রবীণ বিজেপি নেতা রাম লক্ষ্মণ পাসি'র কন্যা সঙ্গীতা আনন্দ ও তাঁর স্বামীর রাহুলের সঙ্গে দেখা করা। তবে তাঁদের মধ্যে কী কথা হয়েছে, তা নিয়ে কোনও পক্ষই মুখ খোলেননি। সঙ্গীতা শুধু জানিয়েছেন, তিনি সাংসদকে দেখতে এসেছিলেন। আর এটি ছিল নেহাতই সৌজন্য সাক্ষাৎ।

জনতা দরবারের পর রাহুল দলীয় নেতা বৈজনাথ তিওয়ারির সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সমবেদনা জানান। প্রসঙ্গত, তিওয়ারির সম্প্রতি স্ত্রী বিয়োগ ঘটেছে। আমেথি বিধানসভার অন্তর্গত নরাইনি গ্রামে সিআরপিএফ-এর কর্মী এ মৌর্যর স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানান তিনি। গত এপ্রিল মাসের ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলায় নকশাল আক্রমণের শহিদ হন মৌর্য। জনতা দরবার সেরে রাহুল যান আমেথি-গৌরীগঞ্জ জাতীয় সড়ক সংলগ্ন তলা গ্রামে। সেখানে মুকুটনাথ ইন্টার কলেজে কৃষকদের একটি সমাবেশেও ভাষণ দেন তিনি।

স্থানীয় রাজনৈতিক মহলের ধারণা, রাহুলের ২ দিনের আমেথি সফর থেকে যাবতীয় ঘটনাই প্রমাণ করে, আগামী বছর লোকসভা নির্বাচনের জন্য দলকে প্রস্তুত করছেন তিনি। নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রে এসে বুধ ও বৃহস্পতিবার যেভাবে তিনি জনসংযোগ করেছেন, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন, তাঁদের অভাব-অভিযোগ শুনেছেন, তা প্রমাণ করে রাহুল ২০১৪কে আর ফিরে আসতে দিতে চান না।

চণ্ডীগড়ে হরিয়ানা সরকার আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন রাজ্যের স্কুলশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব ধীরা খাণ্ডেলওয়াল।

ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির জন্য দায়ী নরেন্দ্র মোদীর পাকবিরোধী নীতি : ইমরান

নয়াদিল্লি/ইসলামাবাদ, ৫ জুলাই : সম্প্রতি তাঁর একটি জনসভায় বিপুল জনসমাগম হয়েছিল। এ নিয়ে রীতিমতো খোশমেজাজে আছেন পাক ক্রিকেট অধিনায়ক তথা রাজনীতিক ইমরান খান। সেই খোশমেজাজের পরিচয় পাওয়া গেল তাঁর ভারতবিরোধী মন্তব্যে। ইমরান সাধারণত ভারতবিরোধী মন্তব্য করেন না। কিন্তু রাজনীতিতে পুরোদস্তুর সময় কাটানোর পর পাকিস্তানের অন্য রাজনৈতিক নেতাদের মতোই এবার তাঁর গলাতেও ভারতবিরোধী ঝাঁঝ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

তেহরিক-ই-ইনসাফ প্রধান ইমরান সম্প্রতি পাক ইংরাজি দৈনিক ডনকে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত এনডিএ সরকার পাকবিরোধী আক্রমণাত্মক নীতি নিচ্ছে। এনডিএ সরকারের এই নীতি গ্রহণের কারণ, প্রধানমন্ত্রী মোদী সীমান্তে যাবতীয় বর্বরতার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করতে চান। মনে রাখতে হবে, কাশ্মীরে মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ সরকার এই বর্বরতা চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন ইমরান।

বিস্ময়কর হলেও সত্যি, প্রায় ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে তেহরিক-ই-ইনসাফ প্রধান ইমরান তাঁর চিরকালের শত্রু প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে সমর্থন করে বসেছেন। ইমরানের দাবি, শরিফ ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতেই সম্ভাব্য সমস্ত রকম চেষ্টা করেছিলেন। এমনকি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ মোদীকে ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এ সবেরই কারণ ছিল শরিফ চেয়েছিলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের শক্তিশালী সম্পর্ক স্থাপন। কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর সরকার কোনও উদ্যোগেই সাড়া দেয়নি। ইমরান বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারকে দু'দেশের সম্পর্কের ক্রমশ অবনতির জন্য দায়ী করেছেন। তাঁর মতে, পাকিস্তানকে বিশ্ব রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়ে দিল্লি ক্রমাগত ইসলামাবাদের বিরুদ্ধে সুর চরিয়েছে। এরপরই পাকিস্তানের আসন্ন সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাওয়া হলে ইমরান জানিয়েছেন, হাজার হাজার পোলিং এজেন্টকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে নির্বাচন জিততে। ইমরান মোদী সরকারকে দায়ী করলেও তাঁর চিরশত্রু নওয়াজ শরিফের যেমন প্রশংসা করেছেন, সেরকমই জুলফিকার আলি ভুট্টোকে পাকিস্তানের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী বলেও মন্তব্য করেছেন।

জেএনইউতে উমর, কানহাইয়ার শাস্তি বহাল

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই : দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে (জেএনইউ) উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি ছাত্রনেতা কানহাইয়া কুমার এবং উমর খলিদের শাস্তি বহাল রাখল। ২০১৬ সালে ক্যাম্পাসে এক ঘটনার জন্য কমিটি খলিদকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছে। কানহাইয়ার ১০ হাজার টাকা জরিমানার সুপারিশ বহাল রাখা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে কানহাইয়া কুমারের কর্তৃপক্ষ ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। অন্যদিকে ওই বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যেই আফজল গুরুর স্বপক্ষে স্লোগান দেয় উমর খলিদ। উমর খলিদ এবং কানহাইয়া কুমার দু'জনেই পিএইচডি গবেষক। উমর খলিদকে ইতিমধ্যেই ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানার কারণেই তারা দিল্লি হাইকোর্টে আবেদন করে। হাইকোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে এ সম্পর্কে উচ্চপর্যায়ের কমিটি তৈরির নির্দেশ দেয়। কমিটির সুপারিশে খালিদের সঙ্গে জেএনইউ'র আরও দুই ছাত্র মুজিব গাট্টু ও অনির্বাণ ভট্টাচার্যকেও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এ সম্পর্কে কানহাইয়া কুমার বা উমর এবং অনির্বাণের কোনও মতামত জানা যায়নি। প্রসঙ্গত, ২০১৬'র ফেব্রুয়ারিতে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনে তিনজনকেই গ্রেফতার করে পুলিশ। তারা এখন জামিনে মুক্ত।

ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিতে স্বস্তি রাজধানীতে

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই : দিল্লিতে বৃহস্পতিবার সন্ধে থেকে ঝোড়ো হাওয়াকে সঙ্গী করে প্রবল বৃষ্টি নামে। ফলে রাজধানী ও সংলগ্ন অঞ্চলগুলির বহু জায়গাই জলমগ্ন হয়ে পড়ে। অবশ্য এই বৃষ্টি স্বস্তি দিল প্রবল দাবদাহে প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়া দিল্লিবাসীকে। রাজধানীর আবহাওয়া দফতর আগেই ঘোষণা করেছিল, দিল্লি ও সংলগ্ন অঞ্চলে চলতি সপ্তাহ থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতরের এই পূর্বাভাস জানার সঙ্গে সঙ্গে বেশকিছু মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ায় বৃষ্টির ভিডিও ও ইমেজ শেয়ার করতে শুরু করেন। প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে দিল্লিতে বর্ষা এসেছে। কিন্তু বর্ষা এলেও গত সপ্তাহে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য। তবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় খুশি দিল্লিবাসী।

রাম মন্দির নিয়ে রায়দানে বিলম্ব, সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার চোখরাঙানি ভিএইচপি'র

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই : সুপ্রিম কোর্টে রাম জন্মভূমি বিতর্ক মামলার শুনানি শুরুর ঠিক আগেই চলতি বছরের শেষে যাতে রাম মন্দির শুরু করা যায়, তা নিয়ে চোখরাঙানি দিল ভিএইচপি। ভিএইচপি'র ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট অলোক কুমার বলেছেন, দ্রুত এই বিতর্কিত কাঠামোর শুনানি শেষ করতে হবে, যাতে চলতি বছরের শেষ নাগাদই রাম মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করা যায়। ভিএইচপি'র ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট অলোক কুমারের আরও দাবি, তাঁদের দুর্ভাগ্য যে অহেতুক আদালত এই মামলার শুনানি শেষ করতে সময় নিচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট যদি দ্রুত মামলার শুনানি শেষ করে, তবে তা সবার পক্ষেই মঙ্গলজনক হবে। প্রসঙ্গত, আইনজীবী বলেছেন এই মামলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও রামলালার পক্ষ যথেষ্ট শক্তিশালী। অলোক কুমারের দাবি, তাঁরা মামলাটি জিততে চলেছেন। সুপ্রিম কোর্ট যদি দ্রুত শুনানি শেষ করে সিদ্ধান্ত নেয়, তবে যাবতীয় আইনি বাধা পেরিয়ে তারা চলতি বছরের শেষ নাগাদই রাম মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করে দেবে। ভিএইচপি'র কার্যকরী সভাপতির কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, রাম মন্দির নির্মাণ নিয়ে তাঁরা এত হইচই করছেন। অথচ অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই বলেছে, তারা এই ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে চলবে। এছাড়া বাবরি মসজিদ ধ্বংস মামলাটি এখনও বিচারাধীন। এই মামলার রায় না দেওয়া পর্যন্ত কীভাবে রাম মন্দির নির্মাণ শুরু করা যাবে? সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে অলোক কুমার সাফ জানিয়ে দেন, এই দু'টি মামলার মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই। কারণ একটি মামলায় কয়েকজনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের বিচার চলছে। অন্যটি জমির মালিকানা নিয়ে। এই জমির মালিকানা যদি রামলালার হয়, তবে মন্দির নির্মাণে কোনও বাধা হবে না। নিয়মিত এই মামলার শুনানি চলছে বলা হলেও অলোক কুমার তা মানতে চাননি। তাঁর দাবি, সপ্তাহে কমপক্ষে তিনদিন শুনানি হওয়া উচিত। তবেই চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের শেষে রায়দান সম্ভব। সেপ্টেম্বরে রায় দেওয়া হলে তাঁরা ডিসেম্বর নাগাদ মন্দির নির্মাণ শুরু করতে পারবেন।

[redacted]

NOTICE INVITING e-TENDER
No. DB/23-2/Tender Notice/PBND/2018-19/2632, dated: 04-07-2018
The Executive Engineer, Port Blair North Division, APWD, Port Blair on behalf of the President of India invites online item rate e-tenders from authorized dealers/bonafide distributors/suppliers having ready stock and valid registration of appropriate authority towards commercial establishment under A & N Islands shops and Establishment Regulation 2004 for the following work(s):- 1. **NIT No.** 20/EE/PBND/2018-19. **Name of work:-** A/R & M/O residential buildings under SD-I, PBND during 2018-19. **SW:** Supply of materials for routine maintenance for Deen Street Section. **Estimate cost:** ₹ 5,05,776/- Earnest Money: ₹ 10,116/- & time of completion: 01 (one) month. **(Tender ID: APWD705).**
The e-tender form and other details can be downloaded from the website. The last date of bid submission will be **23.07.2018 upto 15:00 hours.** Other details/information can be seen on website www.and.nic.in and eproc.and.gov.in.
2571/18
Executive Engineer
PBND, APWD, Port Blair

BHARAT ELECTRONICS
QUALITY TECHNOLOGY INNOVATION
BHARAT ELECTRONICS LIMITED
(A Govt. of India Enterprise under the Ministry of Defence)
(CIN: L32309KA1954GOI000787)
Empowering the Nation's Defence Forces
Bharat Electronics Limited, Bharat Nagar Post, Ghaziabad - 201010, invites applications for empanelment of reputed and experienced contractors/ agencies for carrying out the works of **"Provision of Automatic Fire Detection, Alarm and Suppression System for Under Ground & Over Ground Buildings at PAN India locations".**
For selection criteria and further details, visit website http://eprocurebel.co.in. All Corrigendum / Amendments / Changes, if any will be issued and made available on Website http://eprocurebel.co.in. No Corrigendum / Amendments / Changes will be issued in Newspapers. Hence, prospective agencies are advised to keep visiting the Website http://eprocurebel.co.in on regular basis.
Dt: 06.07.2018
Sd/-
DGM (MM-NCS)

NOTICE INVITING TENDERS
The **Executive Engineer, Panchayati Raj Institution, South Andaman Division-I** on behalf of *Pramukh, Panchayat Samiti, Ferrargunj* invites separate sealed item rate tenders (in CPWD form-8) from bonafide and experienced contractors of appropriate class of APWD, MES, ALHW & P&T for the below mentioned work.
1. NIT NO. EE/PRI/SAD-I/RR/18-19/782 **Name of Work: -** Construction of CC Road from existing CC Road near the house of Robin Sikdar house to Nibash Baroi house and Jadulal Baroi and Phoolmala Baroi at New Wandoor Ward No. 03 under Gram Panchayat Wandoor for a length of 200 meters by Samiti. **Estimated Cost Rs: -** 11, 76,308/- **Earnest Money Rs: -** 23,526/- **Time of Completion: -** Six (06) Months
2. NIT NO. EE/PRI/SAD-I/RR/18-19/783 **Name of Work: -** Widening of existing CC Footpath into CC Road from main road to Jagannath Pal house via Krishna Gain, Mahendra Banik to Robin Pal house L-350 mtrs at Manglutan 05 under Guptapara Gram Panchayat by Samiti. **Estimated Cost Rs: -** 27, 19,313/- **Earnest Money Rs: -** 54,386/- **Time of Completion: -** Six (06) Months
The tender forms and other details can be obtained from the Office of the ExecutiveEngineer Panchayati Raj Institution, South Andaman Division-I on Payment of Rs. 500/-.The last date of receipt of application to purchase tender form will be 18/07/2018 up to 4.00 PM. Other details/information can be seen on website www.and.nic.in.
Unique No: - 52249 & 52250
Tender No: - 0033-2018-4353 & 0033-2018-4354
Executive Engineer,
Panchayati Raj Institution,
South Andaman Division-I
Junglighat, Port Blair
South Andaman
2579/18